দশ লক্ষের মধ্যে এক

ONE IN A MILLION

ধন্যবাদ, ভাই শাকারিয়ান। আর সুপ্রভাত, বন্ধুগন। এই বৃহৎ সভা এবং আগামী সপ্তাহে এম্‌বাসী হোটেলে হতে যাওয়া আগামী সভাগুলোর পূর্বে, আবার এই সকালে এখানে এই লস্‌ এঞ্জেলেসে হওয়াটা নিশ্চয়ই খুব ভালো ব্যাপার। আমি আপনাদের সকলকে সেখানে দেখতে পাব বলে আশা করছি। আমরা সকলে আমাদের প্রভু যীশুর সাথে সেখানে সাক্ষাৎ করবার জন্য এবং তাকে সেখানে দেখবার জন্য এক বিরাট প্রত্যাশার নীচে আছি। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি সেখানে থাকবেন। "যেখানে দুই কিংবা তিনজন একত্রিত হয়", তিনি সেখানে থাকবেন।

২) আর আমি নিশ্চিত যে আমি এই প্রাতঃকালে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যখন আমি এখানে এই সভাগৃহের সিড়ি দিয়ে উপরে হেটে আসছিলাম, যখন সকল লোকেরা বিরাট প্রত্যাশার সহিত, প্রাতরাশ এবং বক্তব্যের জন্য অপেক্ষা করছিল। আর এখানে আপনাদের সঙ্গে এবং রেডিও শ্রোতাদের কাছে একত্রিত হওয়া খুবই ভালো ব্যাপার। এখানে এতজন আছেন যে তাদের নীচে পরবর্তী মেঝেতে যেতে হল এবং কিছু লোকের সাথে কথা বলতে হল। দেখা যাচ্ছে এতগুলো অনুরোধ, হৃদ রোগ এবং তাদের শরীরে বিভিন্ন অসুস্থতা, আর আমরা এখন এখানে অসুস্থ এবং পীড়িতদের জন্য প্রার্থনা করবার জন্য আছি।

৩) যখনই আমি সিঁড়ি দিয়ে উপরে পৌছালাম ..... এখন আমি এক বয়স্ক ব্যাক্তির দিকে দেখছি। তিনি আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, "ভাই ব্রানহাম, বহু বছর পূর্বে .....।" তিনি বললেন যে তাঁর হৃদরোগ

এতটা খারাপ অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল যে তিনি ..... সকলে এটা ভাবছিল যে তাঁর মৃত্যু হতে চলেছে। আর ওনার জন্য প্রার্থনা হল, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ, ওনাকে সুস্থ করলো। আর এই প্রাতঃকালে তিনি আশি বর্ষীয় অবস্থায় এখানে আছেন, কেবল আনন্দিত হচ্ছেন। অতএব এটা আমাদেরকে এক নতুন দৃঢ়তা প্রদান করে।

৪) আর এখন, আমি নিশ্চিতরূপে এখানে উপস্থিত লোকেদেরকে এবং রেডিও শ্রোতাদেরকে প্রার্থনা করবার জন্য নিবেদন করছি। এই সভা ছাড়ার পরে, আমি ইউরোপ, আফ্রিকায় এবং তার আশেপাশে সভা করতে যাচ্ছি। আর এটা একটা দর্শনের দ্বারা যেতে হবে, অতএব আমি নিশ্চিত যে সেখানে এক বড় সভা হতে চলেছে। আর আমি বহু বছর ধরে এটা অনুভব করছিলাম যে ঈশ্বর এটা চাচ্ছিলেন যে আমি ফিরে যাই। এটা ছোট নম্র ..... নম্র সেবা যা তিনি আমাকে দিয়েছেন। আমি এরকম মনে করি না যে সেখানে এখনই তার কার্য শেষ হয়ে গিয়েছে। এরকম মনে হয় যে কোথাও কোন প্রান থাকতে পারে যাকে আমি সুসমাচারের জালে ধরি, যা তিনি আমাকে দিয়েছেন যেন আমি লোকেদের জন্য তা ফেলি, যেমন রোগীদের জন্য প্রার্থনা করবার জন্য ঐশ্বরিক আরোগ্যকরন। আর এখানে উপস্থিত লোকেদের এবং রেডিও শ্রোতাদের উভয়কেই নিবেদন করছি যে আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।

৫) এখন আমার কাছে মূলপাঠ নেওয়ার এবং প্রচার করবার জন্য সময় নেই। আমি কিছু মিনিটের পর এই সভা-গৃহে প্রচার করবার আশা

করছিলাম, কিন্তু এটা কেবল আপনাদের সাথে কিছু সময়ের জন্য কথা বলা হবে, আপনাদের সাথে পরিচিত হওয়া হবে। আর সেই সমস্ত লোক যারা বাইরের স্থানে আছেন এবং আপনারা যারা এখানে আছেন, আমি তাদের জন্য শীঘ্রই প্রার্থনা করতে চলেছি। আর আমি নিশ্চত রূপে এই সকল নতুন মিত্রদের সাথে সাক্ষাৎ করে আনন্দিত হয়েছি, উনাদের সাথে আমি আগে কখনও সাক্ষাৎ করি নি, উনাদের সাথে কেবল আজ প্রাতঃকালেই সম্পর্ক হয়েছে।

৬) অন্যান্য জায়গার সভাগুলোতে আমাদের খুব ভালো সময় গিয়েছে। আমি এখন খুব বেশি বাইরে যাই না; এটা ..... এটা খুবই ব্যাস্ত সময় ছিল। আমরা চেষ্টা করছি যেন আমরা জেফর্সন্‌বিলে ইন্ডিয়ানা এবং টাক্‌সন্‌ এরিজোনার মধ্যে আসা-যাওয়া করতে থাকি, টাক্‌সন্‌ এরিজোনাতে আমরা প্রভুর এক দর্শন দ্বারা কিছু বছর পূর্বে গিয়েছিলাম; প্রভু আমাদেরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন, আমরা এটা জানতাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছিলাম। আর আপনাদের মধ্যে অনেকে যারা ক্লিফ্‌টনে আছেন, আমি আপনাদের ফীনিক্স সভা ছেড়ে যাওয়ার পূর্বে সেই দর্শনের বিষয়ে বলেছিলাম। আমি সাতজন স্বর্গদুতকে একত্রে একগুচ্ছে আসতে দেখেছিলাম।

৭) আর আমি জানি, আপনারা যারা রেডিও হতে শুনছেন, হয়তো আপনাদের মধ্যে অনেকেই ফুল গস্‌পেল এর সাথে সম্পর্ক রাখেন না, আর এই কথাটি আপনাদের কিছুটা ভেদপূর্ন লাগবে, যা আমাকেও লাগতো, কিন্তু একটা কথা আছে ..... কোন সেই ব্যাক্তি যিনি কোনো বিষয়কে বর্ণনা করতে

পারেন, আপনাদের সেই বিষয়কে বিশ্বাসের দ্বারা আর অধিক গ্রহন করতে হয় না। সেই বিষয়গুলো যা আমরা বর্ণনা করতে পারিনা, তা আমাদের বিশ্বাস দ্বারা গ্রহন করতে হয়। আমরা ঈশ্বরকে বর্ণনা করতে পারি না। কোন ব্যাক্তিই ঈশ্বরকে বর্ণনা করতে পারে না। তিনি প্রধান, তিনি বিশাল এবং মহান। আমরা কেবল ..... আমরা কেবল সেই বিষয়কে গ্রহন করি কারন আমরা জানি যে তিনি আছেন। আর তারপর তাঁকে বিশ্বাস দ্বারা যখন আমরা গ্রহন করি, তিনি পবিত্র আত্মার বাপ্তিষ্ম দ্বারা আমাদের কাছে উত্তর প্রেরন করেন।

৮) যে বিষয়ের ওপর, আমি কিছু সময়ের মধ্যে আপনাদের বলতে চলেছি, তা হল "ঈশ্বরের পথ, আরাধনার এক স্থান "। আর একটাই স্থান আছে যেখানে আপনারা তাঁর আরাধনা করতে পারেন, একটাই স্থান আছে যেখানে তিনি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, একটাই আছে ..... একটা মন্ডলী আছে, একটা স্থান আছে, এক সময় আছে, এক রকমের লোক আছে এবং এই সবেই ঈশ্বর সাক্ষাৎ করেন। আমি আশা করছি যে প্রভু এখানে আপনাদের সকলের হৃদয়কে এই সুসমাচার দ্বারা আশির্বাদযুক্ত করবেন।

৯) এখন টাক্সন্ আসা এক বিচিত্র ব্যাপার ছিল, সেই দর্শনগুলো যেগুলো ঈশ্বরের নামে বলা হয়েছে, সেগুলোর একটাও যত দূর আমি মনে করতে পারি, অথবা অন্য কারো কাছে জিজ্ঞাসা করুন যে যদি তাঁরা কখনও এরকম সময়কে স্মরন করতে পারে, যে তিনি কখনো এমন কিছু বলেছিলেন, যা সত্য ছিল না। যেমন তিনি বলেন যে ঘটবে সর্বদা ঠিক সেরকমই ঘটে।

১০) শাস্ত্র অনুসারে তাঁর কাছ থেকে এটাই প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে তিনি শেষ দিনগুলোতে এইরকমের পরিচর্য্যা-কার্যের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে ফিরে আসবেন। এটা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম এবং অন্য-অন্য ভাষা বলার এবং ঐশ্বরিক আরোগ্যকরন আর এই সমস্ত বিষয়ের পরে হবে। এটা হল পঞ্চসপ্তমীর সুসমাচারের ওপর শীর্ষ প্রস্তর বসানো, যে বিষয়ে আমরা আজকে বলছি। স্বয়ং খ্রীষ্টের এই পরিচর্য্যা-কার্য লোকেদের মধ্যে রূপ ধারন করবে, ঠিক সেই সকল বিষয়ের সাথে যা তিনি তখন করেছিলেন যখন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন ; তার নিজের দেহে, ভার্য্যাতে, যা তাঁর অংশ, বিবাহ ভোজের পূর্বে স্বামী এবং স্ত্রী অথবা রাজা এবং রানী, ঠিক সেই সমস্ত কার্যকে করবার দ্বারা ।

১১) ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে, এই সপ্তাহে, এমব্যাসী হোটেলে, এখানে বাইরে আমাদের অডিযানে আমি এই বিষয়ের ওপর বলতে চাই, আর আপনারা আমার এই বিষয়টি নম্র ভাবে করার ফলে পরিচিত হয়ে যাবেন। যে সময়ে এবং কালে আমরা আছি, যদি একজন ব্যক্তি এটা না জানে যে কোন পথে যেতে হবে, কি করতে হবে, অথবা কোথায় ফিরতে হবে, তবে আপনি - আপনি বিশ্বাসের দ্বারা আর অধিক চলছেন না ; আপনি আন্দাজ করছেন, আপনি অনুমান করছেন। আর অনুমান করা (Presume) হল বিনা কোন "রাজকীয় অধিকারের সাথে অগ্রসর হওয়া"। অতএব যদি আমাদের কাছে এই কথাটি জানবার বাস্তবিক রাজকীয় অধিকার না থাকে যে ঈশ্বর এই কালে কি ঘটিত হওয়ার কথা বলেছেন, তবে আমরা এই কালের মুখোমুখি কিভাবে হতে চলছি? আর আমাদেরকে এই বিষয়ের মুখোমুখি তার বাক্যে বিশ্বাসের

দ্বারা হতে হবে, সেই বিষয়গুলো জেনে যেগুলোকে এখন ঘটিত হতে হবে ; আর দেশগুলোর অবস্থা, লোকেদের অবস্থা, মন্ডলী বা গীর্জার অবস্থা আব ইত্যাদি - ইত্যাদি ।

১২) আমাদের সেই সমস্ত বিষয়গুলো জানতে হবে, এবং তারপর এটাও জানতে হবে যে কিভাবে সেই বিষয়গুলোর সম্মুখীন হতে হয়। যদি আপনি এটা না জানেন যে কিভাবে এটা করতে হয়, আপনি কেবল - কেবল যেরকম আমরা বলে থাকি, এক রকম ভাবে আপনি লক্ষ্যহীনভাবে চলছেন, কেবল ঝাঁপিয়ে পরেন ; আশা করছেন যে এটা এখানে হবে, *এই* বিষয়টি অথবা *ওই* বিষয়টির আশা করছেন, আর বলছেন, "এটা কি এরকম হবে ?" কিন্তু ঈশ্বর এটা চান না যে আমরা এরকম করি। তিনি আমাদের কাছে চান যেন আমরা এটা জানি যে, তিনি এই দিনের বিষয়ে কি বলেছেন এবং তারপর গিয়ে বিশ্বাসের সাথে তার সম্মুখীন হই ; কারন তিনি বলেছেন যে এরকমই হবে। তখন আমরা - আমরা জানি যে আপনার কাছে সত্য আছে, কারন আপনার কাছে অন্য কোন ব্যক্তির বাক্য নেই ; আপনার কাছে তাঁর বাক্য আছে যে আমাদের কি করা উচিৎ। আর আমরা আশা করছি যে আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদেরকে এই সপ্তাহে এটা প্রদান করবেন।

১৩. এখন, আমি ক্ষমা চাইছি কারণ যে কথাটি আমি টাক্সানে আসার বিষয়ে বলছিলাম, সেটাকে মাঝেই আমি থামিয়ে দিয়েছিলাম। আর স্বয়ং আমি এটা ভেবেছিলাম যে এটা আমার জীবনের অন্ত। আমি ভেবেছিলাম যে, কোন ব্যক্তিই সেই অবস্থার আঘাতকে সহ্য করতে পারতো না যা দর্শনে সকাল প্রায়

দশটার সময় হয়েছিল, যে, কেউ এরপরে কখনও জীবিত থাকতে পারে। কেন, আমার পুত্রের সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা করে আমি টাক্সানে এসেছিলাম যেন আমি চলে যাওয়ার পর আমার স্ত্রী এবং সন্তানরা তাঁর সঙ্গে যায়। কারণ আমি ভেবেছিলাম এটা আমার জীবনের অন্ত ছিল। আর আমি, ফীনিক্সের সভাগুলোতে এটা ঘটিত হওয়ার পূর্বেই আপনাদের বলে দিয়েছিলাম যে এটা ঠিক কিভাবে ঘটিত হবে।

১৪ আচ্ছা, তার কিছু মাস পরে, একদিন সকালে আমি সবীনো তটে ছিলাম, যা টাক্সানের ঠিক উত্তর দিকে অবস্থিত। আমি সেখানে প্রার্থনা করতে গিয়েছিলাম। আর যখন আমি প্রার্থনা করছিলাম, আমি **আমার** হাত উপরে তুললাম আর বললাম, "পিতা, আমি প্রার্থনা করছি যে আপনি যেভাবেই হোক আমায় সাহায্য করবেন, যে সময়ের আমি সন্মুখীন হচ্ছি, তার জন্য আপনি আমায় শক্তি প্রদান করুন। আর পৃথিবীর ওপর আমার কার্য্য যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলে আমাকে আপনার কাছে আসা উচিৎ । আর এরকম নয় যে আমার আপনার কাছে আসতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু আমি জানি যে আপনি আমার পরিবারের যত্ন নিবেন। আর আমি-আমি কেবল এই সময়ের জন্য শক্তি চাচ্ছি।" আর কোন একটা কিছু আমার হাতে পরলো।

১৫ এখন, রেডিও শ্রোতাগন, যা আমি বললাম তা বিস্ময়কর মনে হবে, কিন্তু এটা সত্য। আর ঈশ্বর আমার বিচারক ।

১৬. আমি আমার হাতের দিকে তাকালাম, আর সেখানে একটা তলোয়ার ছিল, যার বাঁট বা হাতলে একটা আবরণ ছিল। আর তার হাতলটা মুক্তা দিয়ে তৈরী ছিল, এরকম মনে হয় যে, সেটার হাতলের উপরে সোনার মত এক ধরনের রক্ষন (Guard) ছিল। আর সেটার ফলা বা পাত বরং এরকম মনে হচ্ছিল যেন একরকম ভাবে সেটা ঝিক্‌মিক্‌ করছিল, ওহ, ক্রোমের (এক বিশিষ্ট ধাতু) মতো অথবা কিছু এই প্রকারের যা সূর্যের আলোয় ঝিক্‌মিক্‌ করছিল।

১৭) এখন, সেখানে পাহাড়ের ওপর সকাল মোটামুটি দশটা বা এগারোটার সময় হবে হয়তো। আপনারা কল্পনা করতে পারেন যে একজন ব্যাক্তির, (যে আমি এটা অনুভব করি যে আমি মানসিক দিক দিয়ে ঠিক আছি) সেখানে হাতে এক তলোয়ার ধরে দাড়িয়ে থাকা তাঁর কেমন লাগবে যে এটা জানে না যে কোথা থেকে এটা আসলো, আর যেখানে অনেক মাইল দূর পর্যন্ত কোন লোক নেই। আমি সেটা অনুভব করেছিলাম, সেটাকে নিলাম আর তলোয়ারটিকে সামনে এবং পিছনে চালালাম, আর কেন, সেটা একটা তলোয়ার ছিল।

১৮. আর আমি চারিদিকে তাকালাম। আমি বললাম, "আচ্ছা, এখন, এটা কিভাবে হতে পারে? এখানে আমি ঠিক এই জায়গায় দাড়িয়ে আছি, আর অনেক মাইল দূর পর্যন্ত কোন লোক নেই ; আর এটা কোথা থেকে আসলো" আর আমি বললাম, " আচ্ছা আমি - আমি এটা কল্পনা করতে পারি ; হয়তো

প্রভু আমায় এটা বলতে চাইছেন যে এটা আমার অন্তিম সময় "।
আর একটা আওয়াজ কথা বলে উঠলো আর বললো "এটা প্রভুর তালোয়ার"।

১৯. আর আমি ভাবলাম, "আচ্ছা, এক তলোয়ার, তাহলে তো এটা এক রকম ভাবে এক বীরযোদ্ধার জন্য, এক রাজার তলোয়ার হওয়া উচিৎ"। আপনারা জানেন যে ইংল্যান্ড ও অন্যান্য জায়গায় এটা কীভাবে হতো। আর আমি ভাবলাম, "এটা তাঁরই জন্য, এক বীর যোদ্ধারই জন্য"। আর আমি ভাবলাম, "আচ্ছা, হতে পারে যে আমাকে লোকেদের ওপর হাত রাখতে হবে অথবা ....." সব রকমের অনুমান আমি করছিলাম ..... আপনারা জানেন যে মানবীয় বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সমস্যায় পরতে পারে। আপনারা জানেন না। আমাদের মস্তিষ্ক সীমিত; তিনি অসীম। অতএব যখন আমি এটা..... তখন সেটা আমার হাত থেকে চলে গেল আর আমি জানি না যে সেটা কোথায় গেল, কেবল উধাও হয়ে গেল। কেন, যদি এক জন ব্যাক্তি আত্মিক বিষয় সম্বন্ধে খুব বেশি না বুঝতে পারে, আপনি - আপানি সেরকম ভাবে পাগল হয়ে যাবেন। আপনি সেখানে দাড়িয়ে থাকবেন আর আশ্চর্য হবেন যে কি হলো।

২০. আর তিনি বললেন, "এই দর্শন তোমার অন্তিম সময়ের বিষয়ে নয়। এটা তোমার পরিচর্যা কার্য্যের বিষয়ে। এই তলোয়ার হল বাক্য। সপ্ত মুদ্রা খোলা হবে, সেই ভেদ....."

২১. আর তারপর তার দু সপ্তাহ পরে, অথবা দু মাস পরে, আমি আমার একদল বন্ধুদের সাথে পাহাড়ের ওপর ছিলাম, যখন এটা ঘটিত হয়েছিল। সাতজন স্বর্গদূত স্বর্গ হতে দ্রুত নেমে আসলেন। এই ঘটনাটি আমি এত পরিষ্কার ভাবে দেখলাম যত পরিষ্কারভাবে আমি আপনাদের এখানে দাড়িয়ে থাকতে দেখছি। পাহাড়ের ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পরছিল আর লোকেরা যারা সেখানে দাড়িয়েছিল, তারা চিৎকার করছিলো এবং পালাচ্ছিল, আপনারা জানেন, আর ধুলো সব দিকে উড়ছিল। আর যখন এটা হল, তিনি বললেন, " নিজের ঘরে ফিরে যাও। এখন এরকম হবে যে প্রত্যেক স্বর্গদূত সপ্ত মুদ্রার মধ্যে এক এক মুদ্রা হবে।"

২২) এই কথাটি টেপের মধ্যে আছে। সেই পুস্তক খুব শীঘ্রই আসবে, এখন একরকমভাবে সেটাকে ব্যাকরণের অনুসারে করা হচ্ছে। যেমন আপনারা জানেন যে আমার ব্যাকরণ খুব ভালো নয়, আর লোকেরা না ..... আপনাদের সেই রকমের লোক হতে হবে যারা আমায় প্রেম করেন, আর এই বিষয়টি জানেন যে আমার ব্যকারণ কিভাবে বুঝতে হবে। কিন্তু কিছু ধর্মতত্ত্ববিদ্ সেটাকে আমার জন্য ব্যকারনের অনুসারে করছেন; আর সেটার মধ্যে থেকে ওই সব বার করছেন ..... আচ্ছা, হয়তো আমি সেখানে ভুল শব্দ বলে ফেলেছি। আমি এটা জানিও না। তাই, আমি এখনই কোন একজনকে হাঁসতে শুনলাম, অতএব আমার অনুমান এই যে "ব্যকরনের অনুসার করা" হয়তো ঠিক শব্দ ছিল না। কিন্তু ডচ্ ব্যাক্তির মতো, আপনারা এই বিষয়টির ওপর মনোযোগ দিন যে আমার বলার অর্থটা কি যা আমি বাস্তবে বলতে চাই।

২৩. আর আমায় বলা হয়েছে যে কার্যক্রম সমাপ্ত হতে আর কেবল তিন মিনিট বাকি আছে।

২৪. এখন, আপনারা প্রিয় লোকেরা যারা বাইরে রেডিও হতে শুনছেন, আর আপনারা যারা সভায় অসুস্থ এবং আবশ্যকতায় আছেন; আপনারা কি কেবল আপনাদের হাত পরস্পরের ওপর রাখবেন যখন অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করবার এই বাক্য আমাদের কাছে আছে। এখন যীশু, নিজ মন্ডলীকে দেওয়া অন্তিম কার্যভারে বলেছিলেন, 'বিশ্বাসীদের মধ্যে এই চিহ্নগুলি পাওয়া যাবে।"তারা", তারা যারা বিশ্বাস করে। "যদি তারা রোগীদের ওপর হাত রাখে, তবে রোগীরা সুস্থ হয়ে যাবে।"

২৫. প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, আমরা আজ শিশুদের ন্যায়, আমরা সেই বাক্য পালন করছি যা আপনি বলেছেন। আমরা এই নিবেদনগুলোর ওপর হাত রাখছি যেগুলো টেলিফোন দ্বারা এসেছে, আপনি তাদেরকে সেখানে বাইরে দেখছেন যে তারা কোন বিষয়ের আবশ্যকতায় আছে আর তাদের কী অসুবিধা আছে। আপনি এখানে তাদেরকে দেখছেন যারা আবশ্যকতায় এবং কষ্টের মধ্যে আছে। প্রিয় ঈশ্বর, আমরা তাদেরকে আপনার কাছে সমর্পন করছি, আপনার বাক্যে এই বিশ্বাসের সাথে, যেরকম আপনি বলেছিলেন, "বিশ্বাসীদের মধ্যে এই ছিহ্নগুলি পাওয়া যাবে। যদি তাঁরা অসুস্থদের উপর হাত রাখে তবে তাঁরা সুস্থ হয়ে যাবে।" ঈশ্বর এটা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রদান করুন । আমেন ।

(টেপে শূন্যস্থান - সম্পা)

{ ভাই ব্রানহাম প্রথম রেডিও প্রসারণ সমাপ্ত করলেন}

★★★★★★★

২৬. ভাই শাকারিয়ণ, ধন্যবাদ। প্রসারণে ফিরে আসা নিশ্চয়ই একটা সৌভাগ্য, রেডিও থেকে যারা শুনছেন সেই সমস্ত মিত্রদের সাথে কথা বলা এবং যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাদের সাথে বার্তালাপ করা নিশ্চয়ই এক মহান সৌভাগ্য।

২৭. আর আমরা নিশ্চয়ই এই আমন্ত্রন আপনাদের দিকে বাড়াচ্ছি যে আপনারা কাল দুপুরে প্রার্থনার জন্য এমব্যাসী হোটেলে আসুন। আর শুধু এতটাই নয়, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে সেই সমস্ত লোকদেরও আনবেন যারা পাপী এবং তাঁরা যারা বিশ্বাসে পিছিয়ে পড়েছে। যদি আমরা কেবল রোগীদের জন্য প্রার্থনা করি আর আমরা ঈশ্বরকে নিরন্তর আশ্চর্যকর্ম করতে দেখি, কিন্তু এটা তো গৌন ব্যাপার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ব্যাপার হল ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ন হয়ে উদ্ধার পাওয়া, যার বিষয়ে আমি এখানে কিছু সময়ের মধ্যে বলতে চলেছি, আর পর্যাপ্ততার বিষয়েও যে কিভাবে আমাদের পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ন হতে হবে।

২৮. আর ঐশ্বরিক আরোগ্যকরন সর্বদা লোকেদের মনোযোগ আকর্ষিত করে, আর তাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে আসে। যখন ঈশ্বর কোন

কিছু করেণ যা তাঁরা জানে যে অসাধারণ ..... আচ্ছা, এটা বোঝা যায় না। আমরা যান্ত্রিকভাবে এটা দেখাতে পারি না যে এটা কিভাবে করা যায়। ঈশ্বর সেগুলোকে নিজের মহান প্রক্রিয়ায় করেন। তখন সেটা লোকেদের মনোযোগকে আকর্ষিত করে, যে তাঁরা এই ব্যাপারটি জেনে যায় যে কোথাও শক্তি আছে, যে তিনি কিছু করতে পারেন, যা মানুষের জ্ঞানের উর্দ্ধে, আর সেই ব্যাপারটি তাদেরকে ঈশ্বরের মেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করায়। আর সর্বদা, ঐশ্বরিক আরোগ্যকরণ ; আমায় বলা হয়েছে আর আমি স্বয়ং বিশ্বাস করি, যে আমাদের প্রভুর পরিচর্য্যা কার্যের প্রায় শতকরা ষাট অথবা হয়তো সত্তর ভাগ ঐশ্বরিক আরোগ্যকরণ ছিল। আর তিনি তা লোকদেরকে আকর্ষিত করবার জন্য করেছিলেন। যখন তারা সেখানে ছিল, তিনি বলেছিলেন, "যতক্ষন তোমরা এটা বিশ্বাস না করো যে আমিই তিনি, তবে তোমরা আপনাদের পাপে বিনষ্ট হয়ে যাবে।"

২৯. এখন, ঐশ্বরিক আরোগ্যকরণ একটা বড় আকর্ষন করবার মাধ্যম যেন লোকেরা প্রভু যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। আর ডক্টর এফ. এফ. বোসওয়ার্থ, যিনি আপনাদের মধ্যে অনেকেরই মিত্র ছিলেন, আর আপনারা উনাকে জানতেন, যখন আমি একজন তরুন সেবক ছিলাম তখন উনার পরিচর্য্যা কার্য আমার জন্য অনেক অর্থপুর্ণ ছিল। আমি আমার পরিচর্য্যা কার্য শুরু করলাম আর আমি ভাই বোসওয়র্থকে পেয়ে গেলাম। তিনি বলতেন, "ঐশ্বরিক আরোগ্যকরন", এটা এক অপরিপক্ক ছোট বিবৃতি, তিনি বলতেন, "ঐশ্বরিক আরোগ্যকরণ তো মাছ ধরবার কাঁটায় লেগে থাকা সেই

প্রলোভন" বলতেন, "আপনি মাছকে কখনও কাটা দেখান না, আপনি তাকে সেটার মধ্যে লেগে থাকা লোভনীয় ভোজন দেখান আর তারপর সে সেই কাঁটার দিকে আসে আর কাঁটাতে ফেঁসে যায়।" অতএব এটাই আমরা করবার চেষ্টা করি। সেটাই আমাদের ..... আমরা ..... আমাদের উদ্দেশ্য হল লোকেদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পর্যন্ত পৌছে দেওয়া, আর তিনি কাল, আজ এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন। অতএব যদি তিনি বিগত দিনগুলোতে আরোগ্যকারী ছিলেন, তিনি আজও আরোগ্যকারীই আছেন।

৩০. এর পূর্বে যে আমি রেডিও হতে যেসব অসুস্থ লোকেরা শুনছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি, এক ব্যাক্তিগত সাক্ষ্য আছে। এটা কিছুদিন পূর্বে হয়েছিল, যে আমি একটি পাহাড়ের ওপর বসে ছিলাম যখন এই মহান ঘটনাটি পনের অথবা কুড়িজন ভাইয়ের সামনে ঘটেছিল, যেখানে ঈশ্বরের দূত নীচে নেমে এসেছিল আর একটা আলো ধূমকেতুর মতো উড়ে উড়ে, পাহাড়ের ওপর দিয়ে হয়ে এল। আর পাথরগুলো দু'শো ফিট বা তার চেয়েও বেশী দূর পর্যন্ত ভূমির ওপাড়ে গাছগুলোর উপরের অংশগুলোকে কাটতে কাটতে উড়ে গেল। আর আমি ঠিক তার নীচে দাড়িয়েছিলাম। এটা ঘটিত হওয়ার কিছু সময় পূর্বেই আমি বলে দিয়েছিলাম যে, সেটা সেখানে হবে আর কি ঘটিত হবে; স্পষ্ট কথা হল এই যে এটা একদিন পূর্বেই বলে দেওয়া হয়েছিল। আর সব লোকেরা ট্রাকের নীচে পালাচ্ছিল আর তাঁরা সেটার থেকে দূরে পালানোর চেষ্টা করছিল। তাঁরা জানতো না যে কি ঘটিত হয়েছে। আর উনি বললেন যে এর পরে কি ঘটিত হবে।

৩১. সেই নির্দিষ্ট পাথরের ওপর বসে, ঠিক যেখানে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন, আমার সাথে এক মিত্র ছিল যিনি আমাদের সাথে ছিলেন, যিনি মিনেসোটা থেকে এসেছিলেন। উনার লোকেরা আজ প্রাতকালে এখানে উপস্থিত আছেন আর আমি নিশ্চিত নই কিন্তু তিনি এই হোটেলের অন্য কোন তলায় আছেন। তিনি ডোনোবন বীরট্স ছিলেন, যিনি একজন ভালো যুবক ছেলে, তিনি এক লুথরন ছিলেন যিনি নিজের জীবন খ্রীষ্টকে দিয়েছেন আর আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন। খুবই নম্র জার্মানের ছেলে ছিলেন, প্রায় ত্রিশ বছর বয়স্ক, আর উনার পরিবারে দুই অথবা তিনটি ছোট বাচ্চা ছিল। উনি টাক্সনে এসেছিলেন আর আমার প্রতিবেশিরূপে থাকতে লাগলেন, যেখানে তিন অথবা চারশো লোক সেখানে প্রতিবেশে থাকবার জন্য এসেছিলেন। অতএব তিনি .....

৩২. আর আমি খুবই আনন্দিত যে আমি এরকম প্রতিবেশী পেয়েছি। ওনারা আমার পিছন পিছন পশ্চিম আফ্রিকা এবং তার চারিদিকে সব জায়গায় গিয়েছিলেন যেন আমার কাছে থাকতে পারেন আর দেখতে পারেন ..... আমার সাথে থাকতে পারেন আর ঈশ্বরের আনন্দকে অনুভব করতে পারেন।
উনি এতটা অধিক নম্র ব্যাক্তি ছিলেন যে আমি তাঁর প্রতি অতটা মনোযোগ দেই নি।

৩৩. কারন, লোকেরা যাদেরকে আমি জানি, আর যারা আমার সঙ্গে

থাকেন, তাঁরা আমার ভাই এবং বোনের মতো। আমি তাদের দেখি আর যদি এটা অনুভব করি যে তাঁরা সীমা হতে বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন আমি তাদেরকে বাইরে এক স্থানে নিয়ে যাই আর তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, কারন আমি তাদের প্রেম করি। আমরা মহিমায় এক সঙ্গে থাকতে চাই। আর কখনও কখনও সভার মধ্যে যদি আপনারা মনে করেন যে আমি আপনাদের সঙ্গে কঠোরভাবে কথা বলেছি। এরকম না, এরকম না যে আমি আপনাদের প্রেম করিনা, কিন্তু এটা আমার হৃদয় হতে আসে। কারন আমি ... আমি .... এটা তো কেবল একটাই পদ্ধতিতে হওয়া উচিৎ। ঈশ্বরকে সেবা করার কেবল একটাই পদ্ধতি আছে। আর সেটা হল ..... আমাদের ওনারই পদ্ধতিতে থাকতে হবে, এটা কোন ব্যাপার না যে আমাদের বিচার কি বলে। উনার পদ্ধতি।

৩৪. আর আমি ডোনোবনের প্রতি নজর দিলাম, তাঁর ডানদিকের কানের অগ্রভাগে তাঁর কানের চেয়েও হয়তো তিনগুন বড় আকারে ফুলে গিয়ে ছিল, আর সেটা লাল দেখাচ্ছিল, আচ্ছা, এখন আমি ভাবছিলাম যে তিনি মরুভুমিতে কিছু দিন পর্যন্ত ছিলেন বলে, হয়তো তাঁর কানে মনসা জাতীয় কিছু লেগে গিয়েছিল। কিন্তু, যখন আমি তাঁর হাত ধরলাম তখন আমি বুঝতে পারলাম যে সেটা ক্যান্সার ছিল। অতএব আমি ডোনোবন্‌কে বললাম, "ডোনোবন্‌, তোমার কি ..... এটা তোমার কানে কত দিন ধরে আছে ?" কেবল একরকমভাবে এই কথাটি তাঁর মুখ দিয়ে বলাবার জন্য, যেমন কি আমি এই কথাটা জানিই না।

আমি বললাম, " ডোনোবন্, এটা সেখানে কত দিন ধরে আছে ?"

তিনি বললেন, "ভাই ব্রানহাম, প্রায় ছ'মাস ধরে।"

আমি বললাম, "তুমি আমাকে বলনি কেন ?"

৩৫. তিনি বললেন, "ওহ, আমি আপনাকে আপনার কাজে এত ব্যস্ত থাকতে দেখেছিলাম," বললেন, "আমি আপনাকে আর বলিনি," বললেন, "আমি শুধু ভেবেছিলাম যে হয়তো কখনও প্রভু আপনাকে বলে দেবেন," অতএব আমি বললাম, "তুমি কি বুঝতে পারছো যে এটা তোমার কি হয়েছে ?" তিনি বললেন, "আমার এর ভালোই আভাস আছে।" আমি বললাম, "এটা একদম ঠিক।"

৩৬. আর পরেরদিন সকালে। এরচেয়ে আর অধিক কিছু না, সেই ছেলেটিকে হাঁত দিয়ে ধরলাম; পরেরদিন সকালে তাঁর কানের ওপর একটা চিহ্ন পর্যন্ত ছিল না। সেটা সম্পূর্নরুপে চলে গিয়েছিল।

৩৭. অতএব অনেকবার আমরা জোর করি, এটা আর ওটা করবার চেষ্টা করি। দেখুন, এটা বলা হয়েছে, "এই সমস্ত চিহ্ন বিশ্বাসীদের মধ্যে পাওয়া যাবে।" এটা এরকম বলে নি, "যদি তারা অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করে।" "যদি তাঁরা অসুস্থদের ওপর হাত রাখে, তাহলে তাঁরা সুস্থ হয়ে যাবে।" আমাদের স্বয়ং বিশ্বাস হওয়া উচিৎ যে আমরা কি করছি। ঠিক

আছে।

৩৮. অতএব ডোনোবন্ হয়তো এখানে আছে। আপনারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবেন। সে ওখানে হবে। সে কোন অন্য তলায় এই প্রাতে এখানে আছে। আপনারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবেন আর সেই সাক্ষটি সে জেনে যাবে।

৩৯. আমি আর অধিক কি বলতে পারি ? আমি বিশ্বাস করি যে লুক অথবা যোহনের মধ্যে কোন একটায় বলা হয়েছে যে জগৎ তার নিজের মধ্যে ধরতে পারে না ..... অন্তিমদিনে তিনি লোকেদের মধ্যে যে সমস্ত কার্য করেছেন, যদি সেগুলো পুস্তকে লেখা যায়, তবে এই জগতেও তা ধরে না ; কিভাবে অসুস্থরা সুস্থ হয়েছে, হাজার হাজার মদ্যপায়ীরা উদ্ধার পেয়েছে, আর বিভিন্ন প্রকার রোগ এবং অসুবিধা হতে মুক্তি পেয়েছে।

৪০. এখন, আপনারা যারা রেডিও দ্বারা শুনছেন, আর উনারা যারা এখানে আছেন, আমি এখন এখানে অনেকগুলো নিবেদন যা টেলিফোন থেকে এই সকালে এসেছে, সেগুলো নিয়ে ধরে আছি, যখন থেকে আমরা এখানে এসেছি, তখন থেকেই ফোন অনবরত বেজেই চলছে। তাই আমরা ..... আমাদের এখানে আসার পর একশো ছিয়ানব্বইটা নিবেদন এখনো পর্যন্ত টেলিফোন হতে এই প্রাতে এসেছে। অতএব আসুন, প্রত্যেকজন এখন প্রার্থনায় যাই ..... আপনারা যেখানেই থাকুন। পরস্পর পরস্পরের ওপর হাত রাখুন ; যদি আপনারা বিশ্বাসী হয়ে থাকেন। যদি না, তবে কোন

বস্তুর ওপর অথবা বাইবেলের ওপর হাত রাখুন যখন আমরা এখানে আর ওখানে প্রার্থনা করছি।

৪১. প্রিয় স্বর্গীয় পিতা, ডোনোবন্ বিরট্সের ছোট সাক্ষটি সেই হাজার হাজার সাক্ষ্যের মধ্যে একটি ; প্রভু, আপনি আপনার দয়ায় ..... আমার প্রার্থনা এই যে আপনি এখানে এবং যারা রেডিও হতে শুনছেন, উভয়েরই হৃদয়ের গভীরে দৃষ্টিপাত করুন। আর হতে দিন যেন তারা প্রত্যেকে সুস্থ হয়ে যায়। হতে দিন যেন শয়তান ওনাদেরকে ছেড়ে চলে যায়, আর ওনারা ওনাদের অসুবিধা হতে মুক্তি পান। পিতা এটা প্রদান করুন। আমরা এটা আপনার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে চাই, আমেন। "ঈশ্বর আপনার ধন্যবাদ হোক"। (টেপে শূন্যস্থান —— সম্পা)
(ভাই ব্রানহাম দ্বিতীয় রেডিও প্রসারন সমাপ্ত করলেন।)

★★★★★★★

৪২. আচ্ছা, এই প্রাতে এখানে উপরে এটা আমার জন্য তিন বার হয়ে গেল। ওহ আমার ঈশ্বর ! আর আপনারা জানেন যে এখনই এটা বলা হয়েছিল যে আমাদেরকে এই জায়গাটা বারো অথবা চোদ্দ মিনিটের মধ্যে বা কিছু এত মিনিটের মধ্যে খালি করে দিতে হবে। আর কর্তৃপক্ষগন, যারা সেখানে কোন অন্য তলায় আছেন, বলেছেন যে তারা খাদ্য পরিবেশন করতে পারেন না। আমাদের খাদ্য একটু বেশি হয়ে গেছে। আপনারা জানেন যে আমাদের রন্ধনের অনেকগুলি পদ আছে। অতএব আমরা খুবই

আনন্দিত যে আমাদের এই প্রাতে এই উত্তম লোকদের দলের সাথে যেরকম কি আমি একে বলবো, মহান আত্মিক, সুখাদ্য ভোজনের পর্ব হয়েছে।

৪৩. আমি এটা উল্লেখ করতে চাই যে আমরা ..... কাল বিকাল বেলায় এমব্যাসীতে সভা হবে। এখন আমরা সেখানে পীড়িতদের জন্য প্রার্থনা করবো আর ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাশা করবো যেন তিনি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এখন আমি এই সভাকে সফল করবার জন্য (সেই সমস্ত কিছু যা আমরা করতে পারি) নিজের ভাগ অর্থাৎ নিজের পরিচর্য্যা-কার্য্য এতে লাগাতে এসেছি। এই সাফল্য নয় যে এটা আমাদের সভা, কিন্তু লোকেদের যীশু খ্রীষ্টকে পাওয়ার সফলতা। এটাই হল সফলতা। যেরকমই সভা হোক, এটা কোন ব্যাপার না যে আমরা ঈশ্বরের কতটা স্তুতি করি, কত মহান কার্য আমরা তাঁকে করতে দেখি, কত বার তিনি আমাদের সাথে আত্মায় কথা বলেন, আর এই সমস্ত কিছু দেখি; যতক্ষন কিছু প্রাপ্ত করা না যায়, কিছু প্রান রাজ্যে প্রবেশ করানো না যায়।

৪৪. আর ভাই শাকারিয়ন এখনই--এখনই এই দিনগুলো সম্বন্ধে যাতে আমরা - আমরা বাস করছি এক বাস্তবিক কথা বলেছেন, এই সম্বন্ধে ওনার কি বিচার। আমি প্রকৃতভাবে আমার পুরো হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি যে আমরা কেবল সময়ের অন্তে বাস করছি, ঠিক .....ঠিক সন্ধ্যার ছায়ায় বাস করছি। সূর্য অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে। আর যখন আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলো, যেভাবে সেগুলো আজকে আছে, ঘটিত হতে দেখি ; কেন,

এটা বলা খুবই কঠিন যে পরবর্তী প্রজন্ম কি নিয়ে আসবে। কিছু দিন পূর্বে ..... ।

৪৫. আসুন আমি আপনাদের কিছু ভেতরের কথা বলি। তাঁরা এরিজোনাতে, যেখানে আমি থাকি, স্কুলগুলোর এক বিশ্লেষণ করেছিল। তাঁরা বাচ্চাদের এক মস্তিকের পরীক্ষা নিয়েছিল, বাচ্চারা এই ব্যাপারটির সাথে পরিচিত ছিল না। আর অনুমান করুন যে কি হয়েছিল ? হাই-স্কুল আর — আর ব্যাকরন স্কুলগুলো মিলিয়ে শতকরা আশীভাগ বাচ্চার মধ্যে মানসিক অভাব পাওয়া গিয়েছিল। তাদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগ বাচ্চা টেলিভিসন দেখতো। সেই মন্দ বিষয়গুলোকে দেখুন। তাঁরা আমাদের কিভাবে ফাঁকি দিচ্ছে আর আমরা না ..... আপনারা আশ্চর্য হন যে এগুলো কেন হয়। আপনারা ঈশ্বরের আওয়াজকে ওগুলোর বিরুদ্ধে চিৎকার করতে শুনতে পারেন, আর তবুও আমরা —— আমরা নিজেদেরকে ওগুলোর মধ্যে লেগে থাকতে দেখি।

৪৬. আসুন আমি আপনাদেরকে একটা এমন বিষয় বলি যা অত্যন্ত তীব্র। দেখুন, "তারা সকলে যারা আমায় 'হে প্রভু', 'হে প্রভু' বলে ডাকে ভেতরে প্রবেশ করবে না ; কিন্তু সেই যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে।" তাঁর ইচ্ছা হল তাঁর বাক্য। আমরা অনেকে ধার্ম্মিক হতে পারি, আমাদের এই সভাগুলোতে চিৎকার আর লাফানোতে অনেক ভালো সময় ব্যাতিত হতে পারে যা আমরা —— আমি – আমি সমালোচক হতে চাই না।

কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি আমার এক — এক কর্তব্য আছে, আর সেই কর্তব্য হল এই যে আমি সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকি আর সেটাই বলি যা তিনি আমায় বলবার জন্য বলেন। আর আমি - আমি ক্যালিফোর্নিয়ার এই যাজকসভার প্রতি নিশ্চিত রূপেই কৃতজ্ঞ যে ওনারা আমার এই ধারনার সাথ দিয়েছেন। যদি আমি আমার ধারনাকে না বলি, তবে আমি একজন কপটি হব আর তখন আমি আপনাদের প্রতি এমনকি বিশ্বস্তও হব না। আর যদি আমি আপনাদের প্রতি বিশ্বস্ত না হই, তবে আমি ঈশ্বরের প্রতি কিভাবে বিশ্বস্ত থাকবো, কারন আমি তো আপনাদেরকে দেখি আর আপনাদের সাথে কথা বলি। আমরা ঈশ্বরের প্রতিও সেইরুপ আচরন করি, কিন্তু আমাদের পরস্পরের প্রতি বাস্তবিকই বিশ্বস্ত এবং সত্যনিষ্ঠ হয়ে থাকতে হবে। আমরা নিশ্চিত রূপেই এক ভয়ঙ্কর যুগে বাস করছি। আর আপনারা কি কখনো থামাতে ..... ।

৪৭. আমাকে কেবল একটা ছোট বিশ্লেষণ দিতে দিন। "তারা প্রত্যেকে যারা আমায় 'হে প্রভু' , 'হে প্রভু' বলে ডাকে, ভেতরে প্রবেশ করবে না ; কিন্তু সেই যে আমার পিতার ইচ্ছা পালন করে।" যীশু, যখন তিনি এই পৃথিবীর ওপর ছিলেন, বলেছিলেন, " মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচিবে না কিন্তু প্রত্যেক বাক্য দ্বারাই জীবিত থাকিবে।" প্রত্যেক বাক্য ! এরকম না যে কেবল একটা এখানে আর একটা ওখানে, একটা বাক্য দ্বারা না কিন্তু প্রত্যেক বাক্য দ্বারা।

৪৮. ঈশ্বর কর্তৃক দত্ত ..... একটাই বাক্যকে অবিশ্বাস করা হয়েছিল, যার দ্বারা মৃত্যু, দুঃখ উৎপন্ন হল, আর প্রত্যেক রোগ আর হৃদয়ের ভগ্নতা, এগুলো সব ঈশ্বরের বাক্যের, ঈশ্বরের একটা বাক্য ফস্‌কে যাওয়ার জন্য হয়েছে। একটি বাক্য ফসকে যাওয়ার জন্য, অবিশ্বাস করার জন্য " নিশ্চয়ই " যদি তা মানব জাতির জন্য মৃত্যু নিয়ে আসে। কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে এটা ঘটিত হবে। শয়তান বলেছিল, "নিশ্চয়ই এরকম হবে না।" কিন্তু এরকমই হয়েছিল।

৪৯. অতএব আমাদের ঈশ্বরের প্রত্যেক বাক্যকে ধরে রাখতে হবে। আর যদি মানুষ আর সমস্ত কষ্ট আর সেই সমস্ত কিছু যা মানবজাতীর সাথে হয়েছে, একটা বাক্যকে অবিশ্বাস করায় বা একটা বাক্যের ভুল অর্থ বের করার ফলে হয়েছে তবে আমরাও যদি একটা বাক্যে ফস্‌কে যাই তবে কিভাবে বাঁচতে পারবো, যদি এই বিষয়টির জন্য এত বড় মূল্য দিতে হল, এমনকি এতটা পর্যন্ত যে তাঁর পুত্রকে নিজের জীবন দিতে হল?

..... অনেকে আহুত বটে, ... অল্পই কিন্তু মনোনীত।

..... অনেকে আহুত বটে, ... অল্পই কিন্তু মনোনীত।

৫০. আমি এর থেকে পাঠ নিতে পারছি না কারন আমাদের কাছে সময় নেই কিন্তু আপনাদের কাছে কেবল কিছু দিতে চাই। আসুন আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করি ..... ।

৫১. আমি একদিন ভাই শাকারিয়ানের সাথে গিয়েছিলাম। যেখানে তাঁরা গরু এবং ষাড়ের সংকরায়ন (**hybreeding**) করছিল। ভাই শাকারিয়ান যেখানে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেখানে আমি একটা গবেষনাগার দেখেছিলাম। আর তারা ষাড়ের শুক্রানুগুলির মধ্যে একটা ছোট যন্ত্র বা একটি নল ডুবিয়ে দিল আর সেই শুক্রানুগুলো কিছুটা তুলে নিল এবং সেটাকে একটা কাঁচের নীচে রেখে দিল যেখানে সেগুলোর আকার একশ গুনেরও বেশী হয়ে গেল। আর সেই শুক্রানুর মধ্যে ছোট জীবানুগুলো লাফাচ্ছিল। যেরকম কি আমরা জানি যে শুক্রানু নর হতে আসে এবং ডিম্বানু নারি হতে আসে। আর আমি সেখানে রসায়নবিদ্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরকম কি আছে যে এই জীবানুগুলো এরকমভাবে লাফাচ্ছে ?" তিনি বললেন, "সেখানে ছোট-ছোট গরু এবং ষাড় আছে।" বুঝলেন ? আর আমি বললাম, "ওই ছোট একটা ফোটায় ?" তিনি বললেন, " হ্যাঁ"।

৫২. আমি বললাম, "তবে তো ওই পুরো শুক্রানুর মধ্যে দশ লাখ হবে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" বুঝলেন ? আর আমি আরো কাছ থেকে দেখলাম।

৫৩. এখন যখন এই মহান ব্যাপার হয়, তখন একটা ডিম্বানু সেই দশ লাখ জীবানুর মধ্যে কেবল একটির প্রতীক্ষা করতে থাকে। আর কেউই এটা বলতে পারে না যে সেটা কোন্ জীবানুটি হবে অথবা কোন্ ডিম্বানু হবে। যদি আপনারা স্বাভাবিক জন্ম দেখেন, এটা ভেদ হতেও বড় একটা কুমারী রুপ

হতে জন্ম (Virgin birth) নেওয়ার ভেদ হতেও বড়। কারন শুক্রানুগুলোর মধ্যে, সেখানে জীবিত থাকবার জন্য একটা পূর্ব হতে মনোনীত থাকে, আর বাকি সবগুলোর মৃত্যু হয়ে যায়। আর এরকম নয় যে প্রথমেরটিই সাক্ষাৎ করে ; এটা তো সেই প্রথমেরটি হয় যেটা ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয়। হতে পারে সেই ডিম্বানু শুক্রানুগুলোর পিছনের অংশ হতে বার হল, অথবা শুক্রানুগুলোর মধ্যভাগের অংশ হতে বার হল, জীবানুও এরকম করতে পারে, ডিম্বানুও। জীবানু ডিম্বানুর কাছে সাঁতরে যায় এবং ছোট পুচ্ছ বা লেজটি সরে যায়, আর সেখানে মেরুদন্ড তৈরি হতে শুরু করে। সেখানে দশ লাখের মধ্যে কেবল একটাই থাকে যেটা সেখান পর্যন্ত পৌছায়, কেবল এক, আর মানুষের জন্য এই ব্যাপারটি এক অজানা শক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় তবুও আপনারা প্রত্যেক জন একই প্রকারের, সেই প্রত্যেক জীবানুগুলো ঠিক এক প্রকারের হয়ে থাকে । যে ব্যাপারটি পশুদের সাথে হয়, আবার সেই ব্যাপারটি মানুষদের ক্ষেত্রেও ঘটে। এটা নির্ধারিত হয় যে সে একটা ছেলে হবে, না একটা মেয়ে, ফর্সা না কালো অথবা কিছু আর। এটা ঈশ্বর দ্বারা নির্ধারিত করা হয়। তারা সমস্ত প্রাকৃতিক দিক দিয়ে তো এক সমান লাগে, কিন্তু সেখানে একটাই থাকে যাকে জীবনের জন্য মনোনীত করা হয় ; দশ লক্ষের মধ্যে এক, তবুও সেগুলো সব এক প্রকারের হয়ে থাকে।

৫৪. যখন ইস্রায়েলীয়রা মিশর ছাড়লো, তখন প্রায় কুড়ি লক্ষ লোক একসাথে সেই সময়ে মিশর ছেড়ে ছিল। প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎবক্তার

সুসমাচার শুনেছিল। প্রত্যেকেই আগুনের স্তম্ভ দেখেছিল। প্রত্যেকের বাপ্তিষ্ম মোশির দ্বারা লাল সাগরে হয়েছিল। যখন মোশি আত্মায় গান করেছিল তখন প্রত্যেকেই আত্মায় চিৎকার করেছিল, মরিয়মের সাথে মৃদঙ্গ বাজিয়েছিল আর সমুদ্রের পাড়ে লাফিয়েছিল। তাঁরা, প্রত্যেকেই সেই আত্মিক শৈল হতে পান করেছিল। তাঁরা, প্রত্যেকেই প্রত্যেক রাতে তাজা মান্না খেয়েছিল, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এরকম করেছিল। কিন্তু সেখানে দুইজনই ভূমিতে প্রবেশ করতে পেরেছিল, দশ লক্ষের মধ্যে এক !

৫৫. পরীক্ষাটি কি ছিল ? তাঁরা সকলে একই শৈল হতে পান করেছিল, তাঁরা সকলে একই আত্মিক মান্না খেয়েছিল যেমন আমরা এই সকালে খাচ্ছি, কিন্তু বাক্যের পরীক্ষাই তাদেরকে প্রমানিত করে দিল। যখন কাদেশ বার্নিয়ার সময় এল, যখন তারা প্রতিজ্ঞার দেশে যাওয়ার জন্য তৈরী হল, আর তাঁরা সেখানে ততক্ষন যেতে পারলো না যতক্ষন তারা বাক্য দ্বারা পরীক্ষিত না হল। আর অন্য সকল দশ ব্যক্তি ফিরে আসলো, আর বললো, "আমরা এটা করতে পারবো না ! লোকেরা ..... মত। আমরা তাদের সামনে পঙ্গপালের মতো, তাদের শহরে বড় বড় প্রচীর আছে। বিরোধী দল খুবই বড়।"

৫৬. কিন্তু যিহোশূয় ও কালেব লোকেদের শান্ত করল। তারা বললো, "আমরা এটা অধিকার করবার চেয়েও অধিক সমর্থ !" কেন ? প্রতিজ্ঞার দেশে অগ্রসর হওয়ার পূর্বেই ঈশ্বর বলেছেন, "আমি সেই দেশ তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। আমি এটা তোমাদের দিয়ে দিয়েছি । এটা তোমাদের।" কিন্তু

সেখানে প্রত্যেক দশ লক্ষের মধ্যে কেবল একজনই ছিল।

৫৭. আজ পৃথিবীতে প্রায় পঞ্চাশ কোটি তথা-কথিত খ্রীষ্টান আছে, আর প্রত্যেক দিন একটা প্রজন্মের অন্ত হয়। আর এখন, কি হবে যদি আজকে নীত হওয়া (Rapture) হয়ে যায় এবং পাঁচশো জন লোক সমস্ত পৃথিবী হতে, স্বর্গে নীত হয়ে যায় ? আপনারা তাঁদের সম্বন্ধে কখনও জানতে পারবেন না বা খবরের কাগজেও পড়বেন না যে তাঁরা চলে গিয়েছে। আর প্রভুর আগমন হল এক গুপ্ত আগমন। তিনি আসবেন এবং চোরের মতো নিয়ে যাবেন। এটা এতটাই কম সংখ্যায় হবে, যে ..... ।

৫৮. ঠিক যেরকম সেই দিনগুলোতে হয়েছিল যখন শিষ্যেরা যীশুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তবে অধ্যাপকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আগমন হওয়া আবশ্যক ?" তিনি বললেন, "এলিয় এসে গিয়েছে, আর তোমরা তাঁকে চেনো নি।"

৫৯. আপনারা কি কখনও চিন্তা করেছেন যে লোকেরা কি করেছিল ? তাঁরা এটা প্রতিনিয়তই বিশ্বাস করে গেল যে মো ..... যে এলিও আসছে। আর তিনি ঠিক তাঁদের মধ্যে ছিলেন, আর তাঁরা সেটা জানতো না।

৬০. অতএব এরকমই মনুষ্যপুত্রের আগমনের সময় হবে। তাঁরা তাঁর

সাথে ঠিক সেরকমই করবে। ঈশ্বরের আত্মা এখানে আছে। আচ্ছা, আমরা তাঁর সঙ্গে কি করতে চলেছি ? আমরা কি মান্না খেতে যাচ্ছি আর ওইসব করতে যাচ্ছি, আর প্রতিনিয়ত উপরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকবো না ?

৬১. আপনারা কি কখনও একটা বীজের ওপর নজর দিয়েছেন, যেরকম আদরনীয় পীটস্ কিছুক্ষন আগে বলছিলেন, আর কিভাবে একটা বীজ মাটিতে যায় ? মাটিতে অনেক বীজ থাকে। যখন ঈশ্বর সেই আলোর সাথে জলের ওপর অবস্থিতি করছিলেন, আর আলো বেরিয়ে আসলো। ঈশ্বরের প্রথম উপস্থিতি যা কথিত আলো ছিল, ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা আসলো। আর কেবল মাত্র ঈশ্বরের বাক্যই এক এমন বস্তু যা এখনও আলোকে নিয়ে আসে। আর যখন জল ফিরে গেল, বীজ প্রথম হতেই পৃথিবীতে ছিল, আর আলো কেবল বীজগুলোকে উপরে নিয়ে এল যার মধ্যে জীবনের অঙ্কুর ছিল, সেগুলোও বাইরে চলে আসলো। ঈশ্বর তার সৃষ্টিকে তৈরী করছিলেন।

৬২. আর এখন, ইষ্টারের সকালে আরো একটি আলো পৃথিবীকে আঘাত করলো, যখন পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছিল। আর সেটা এইজন্য দেওয়া হয়েছিল যেন ঈশ্বরের সেই বীজগুলোকে আলো দেয়, যাদেরকে ঈশ্বর নিজের পূর্বজ্ঞান দ্বারা জানতেন যে তাঁরা এই পৃথিবীর ওপর থাকবে। ঠিক যেমন তিনি প্রথম প্রাকৃতিক বীজকে জানতেন, তেমনি তিনি জানেন আত্মিক বীজ কোথায় আছে। যখন ঈশ্বর প্রথমে পৃথিবীকে অস্তিত্বে নিয়ে

আসলেন, তখন আপনাদের শরীর ঠিক এখানে পৃথিবীর ওপর পড়ে ছিল। আমরা পৃথিবীর একটা ভাগ। আমরা সেখানে পরে ছিলাম। আর তাঁর পূর্বজ্ঞান দ্বারা তিনি জানতেন ঠিক কে তাঁকে প্রেম করবে আর কে তাঁর সেবা করবে, আর কে করবে না। তাঁর পূর্বজ্ঞান সেটা বলে। যদি এরকম না হয়, তবে তিনি ঈশ্বর নন। তিনি অসীম না হলে ঈশ্বর হতে পারেন না। আর যদি তিনি অসীম (Infinite) হন, তবে তিনি সব কিছু জানেন।

৬৩. অতএব, আপনারা লোকেদেরকে ভারি ভুল করতে দেখেন। তাঁরা এতে হোঁচট খায়। তাঁরা তাড়াহুড়ো করে, আর তাঁরা এটা এবং ওটা ভাবে, কিন্তু এটাতে ঠিক কাজ হয় না, আমরা এটা দেখি। কিন্তু একটা জিনিস আছে যা ঠিক কাজ করে যাচ্ছে ; সেটা এই যে ঈশ্বরের সিদ্ধ ইচ্ছাকে জানা আর তাঁর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা, যার জন্য ঈশ্বর আপনাকে ডেকেছেন।

৬৪. যেমন ভাই জ্যাক্ কিছুক্ষন পূর্বে এখানে নীচে পারশিয়ান স্কোয়ারে সেই সব বিশৃঙ্খল অবস্থাগুলোর সমন্ধে বলছিলেন। একজন এইদিকে চলছে আর একজন ওইদিকে চলছে ; আর ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞানীদের আর এরকমই লোকদের বিষয়ে বলছিলেন, যে যদি আপনারা কিছু ধর্মশাস্ত্রের জ্ঞান রাখতে চান, তবে নীচে সেখানে যান।

৬৫. আমি অনুমান করছি যে এটা ঠিক লন্ডনের হাইড পার্কে যেমন সেইরকম। আমি সেখানে গিয়েছিলাম, আর সেখানে প্রত্যেকেরই একটা

নিজের নিজের বিচার আছে। এটা একটা - এটা একটা বাবিল রূপী পৃথিবীতে আধুনিক দিনের বিষয়ের একটা পিন্ড।

৬৬. কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছিলেন যখন – যখন ডাই পিট্স তাঁর সুন্দর সুসমাচার এই প্রাতকালে আমাদের দিচ্ছিলেন ? যখনই তিনি পার্কের বাইরে যেতে শুরু করলেন, তিনি সেখানে ইষ্টার লিলি ফুল পেলেন। "সেই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে", যেরকম উনি আমাদেরকে বললেন, "হ্যাঁ অথবা না বলবার জন্য এটার কাছে কোন উপায় ছিল না। ওই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঈশ্বরের জীবন সেটার মধ্যে জ্বলজ্বল করছিল।" সেটা তাঁর উজ্বলতার সাথে সেখানে ছিল, কারন ঈশ্বরই সেটাকে সেখানে হওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন। ওই সমস্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে, কেউই সেটার প্রতি নজর দিচ্ছিল না। তাঁরা সেটার আত্মিক উপযোগিতাটি দেখে নি।

৬৭. আর এরকমই ব্যাপার আজ আমাদের সকল বড় বড় একত্রিত দল এবং নামধারী গীর্জা এবং সংস্থা আর এরকমই বিষয়গুলোর মাঝে আছে। একজন এই দিকে টানছে, "আমাদের ব্যাপটিষ্ট অথবা প্রেসবেটারিয়ান অথবা এটা বা ওটা বা অন্য কোন কিছু হওয়া উচিৎ।" এই সমস্ত কিছুর মাঝে একটা বাড়ন্ত ফুল আছে। ঈশ্বরের শক্তি ঠিক আমাদের মধ্যে দাড়িয়ে যাচ্ছে। আসুন আমরা একটু থামি আর এই সপ্তাহে কিছু মিনিটের জন্য সেটাকে দেখি, আর সেটাকে ঠিক আমাদের সামনে প্রকাশিত হতে দেখি। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর এটাকে করবেন। আপনারা কি বিশ্বাস করেন ? মেন্ডলী বলে, "আমেন", - সম্পা।)

৬৮. আমি দেখছি যে এখন আমাদের সিঁড়ির নীচে হওয়া উচিৎ ছিল। অতএব, আসুন, আমাদের প্রত্যেকেই প্রার্থনা করি।

৬৯. প্রিয় ঈশ্বর, যখন আমরা আমাদের মস্তক আপনার উপস্থিতিতে নত করি, আমরা অনুভব করি যে আমরা চাওয়ার জন্য অপর্যাপ্ত। কিন্তু আপনি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যদি আমরা আসি, তবে আপনি আমাদের অস্বীকার করবেন না। আর এই কঠোর উক্তি যা এখনই বলা হয়েছে, কোন ভাবেই এটা শিক্ষা-সিদ্ধান্ত (doctrine) নয়, "দশ লক্ষের মধ্যে এক", কিন্তু কেবল এক ভাবে স্মরন করিয়ে দেওয়ার জন্য, কারন আপনি বলেছেনঃ

..... **সঙ্কীর্ণ সেই দ্বার, আর দুর্গম সেই পথ, যা জীবনে নিয়ে যায়, আর অল্প লোকেই তাহা পায়।**

কারন অনেকে আহুত বটে, কিন্তু অল্পই মনোনীত।

৭০. হে অনন্ত পিতা, এই আগামী সপ্তাহের সভা দ্বারা সুসমাচারের আলো এই শহরের চারিদিকে প্রেরন করুন। আর যেকোনো ভাবে আপনার মহান, দূরদর্শী জ্ঞান দ্বারা, যদি কোন বীজ থাকে, যেরকম কি এটাকে নর এবং নারির শুক্রানুর মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে, হতে দিন যেন তাঁরা এই সভায় আসতে পারে। হতে দিন যেন পবিত্র আত্মা তাঁদের আলো দেন।

আমরা এটা অনুভব করি যে সম্ভবত যতটা আমরা ভাবি, তাঁর চেয়েও পূর্বে সময় হয়ে যায়। আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর, যে যেরকম আমরা এখানে আসি, কেবল এটা বিশ্বাস করে যে হয়তো এখানে কিছু এরকম আছে যা করা যেতে পারে যেন লোকদেরকে সাহায্য করা যায়, অথবা - অথবা সেই অন্তিম মেষকে ধরা যায়। আমরা জানি, যখন মেষের খোয়াড় ভরে যাবে, তখন মেষপালক দরজা বন্ধ করে দিবেন।

৭১. যেরকম নোহের দিনে হয়েছিল, যখন পরিবারের অন্তিম সদস্য ভেতরে প্রবেশ করলো, ঈশ্বর দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর তখন তাঁরা দ্বারে আঘাত করছিল আর প্রহার করছিল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রিয় ঈশ্বর, তাঁদের কাছে সুযোগ ছিল।

আপনি বলেছেন, "আমিই মেষদিগের দ্বার।"

৭২. আর কবির দ্বারা লিখিত গান কতটা প্রভাবশালী, "নিরানব্বই কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয় ? কিন্তু, না, সেখানে আরো একটা ছিল।" হতে পারে যে সেটা একটা কালো মেষ, অথবা হতে পারে সেটা একটা তুচ্ছ মেষ, হতে পারে সেটা পুরুষ অথবা স্ত্রী। আমরা জানি না তাঁরা কোথায়, কিন্তু সেই অন্তিম মেষ অবশ্যই আসবে আর তারপর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ওহ ঈশ্বর, আপনি সমস্ত কিছুই জানেন, এই প্রাতে আমদের জীবনকে পরীক্ষা করুন আর যেখানেই আমরা যেতে পারি, সেখানে আমাদেরকে প্রেরন করুন, যেন আমরা সেই অন্তিম জনকে খুজতে পারি, যেন দরজা বন্ধ হয়ে যায় আর

মেষপালক মেষদের সাথে ভেতরে থাকেন। ঈশ্বর, এটা প্রদান করুন। যদি এখানে সেই একজন থাকে, যদি তাকেই ভেতরে প্রবেশ করতে হবে ..... ।

৭৩. "যতজনকে পিতা আমায় দিয়েছেন, তারা সকলে আমার কাছে আসবে। আর কেউই আমার কাছে ততক্ষন আসতে পারে না যতক্ষন না স্বর্গীয় পিতা তাঁকে আকর্ষন করে না আনেন।"

৭৪. আর যদি কোন টান বা ক্ষুদ্র এক অনুভুতি থাকে, যে হতে পারে কোন ব্যাক্তির জন্য এখানে এই সিঁড়ির নীচে অথবা যেখানেই তাঁরা থাকুক না কেন এটা সেই সময় হয়, যেন তারা উত্তর দিতে পারে, "হ্যাঁ, প্রভু, আমিই সেই পথ হারিয়ে ফেলা ক্ষুদ্র ব্যাক্তি যে বিপথে চলে গিয়েছে, আর আমার সারা জীবন এর সাথে লড়াই করেছি। আমি - আমি - আমি অনুভব করেছি যে আমার ফিরে আসা উচিৎ, কিন্তু আজকে আমি পরাজয়ের দিকে ঝুলে আছি। আমি উপরে অথবা নীচে যেতে পারি না। আমি কোথাও যেতে পারি না।" ওহ, হতে দিন যেন সেই মহান মেষপালক আসেন, তাঁর কোমল হাঁত নীচে নিয়ে এসে সেই ব্যাক্তিকে সুরক্ষিতভাবে ভেতরে নিয়ে আসেন, তাঁকে তাঁর কাঁধের ওপর রাখেন আর সুরক্ষিতভাবে তাঁকে ভেতরে ফিরিযে আনেন।

৭৫. হতে পারে যে এখানে কোন এরকম ব্যাক্তি আছে, প্রভু, যে অসুস্থ, ঠিক সেই রকম অবস্থায় আছে যে চিকিৎসক বলেছে, "এখন আর কিছুই

করা যাবে না।" সে তাঁকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তাঁকে বাঁচাতে পারে নি। এটা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। এরকম - এরকম কিছুই নেই যে সে করতে পারে। তার ওষুধ আর ছুরি সেখানে পৌছাতে পারে না। কিন্তু হে প্রভু, কোন কিছুই আপনার হস্ত হতে দূরে নয়, আর আপনার বাক্যই আপনার হস্ত। তাই আমরা প্রার্থনা করি, প্রিয় ঈশ্বর, যে এই প্রাতে, যখন আমরা আপনার সঙ্গে কথা বলছি, আপনি নীচে আসবেন আর সেই ব্যাক্তিকে ওঠাবেন যে অসুস্থ আছে আর যে নিজেকে সাহায্য করতে পারে না, সে সমস্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোর আয়ত্তের বাইরে আছে, চিকিৎসকদের থেকে অনেক দূরে আছে, হতে দিন যেন তাঁরা সুস্থ হতে পারে। ঈশ্বর, এটা প্রদান করুন।

৭৬. যেমন আমরা দায়ুদের বিষয়ে ভাবি, যেমন তাঁকে কিছু মেষের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, কেবল কিছু মেষের ওপর। কিন্তু একদিন একটা ভাল্লুক ভেতরে আসে আর সেই ছোট মেষকে নিয়ে নেয় আর সেটাকে বাইরে নিয়ে চলে যায়, আর সেটাকে খেয়ে নিত (যেমন ক্যান্সার শরীরকে খেয়ে নেয়)। অথবা এক বিশাল সিংহ আসে। কিন্তু দায়ুদ, তার সাথে কোন রাইফেল ছিল না, অথবা কোন তরবারি চালনায় সুনিপন ব্যাক্তিও সে ছিল না, কিন্তু কেবল একটি ফিঙ্গা নিয়ে সে মেষের পেছনে যায়। আর যখন সে দেখলো যে পশুটি সেই মেষকে মেরে ফেলতে যাচ্ছিল। সে সেটাকে ফিঙ্গা দিয়ে মেরে ফেলল। কেবল একটা সাধারন ছোট অস্ত্র যাতে চামড়া আর একটা দড়ি লাগানো ছিল, আর, কিন্তু সেই ফিঙ্গার ওপর তাঁর বিশ্বাস ছিল।

৭৭. প্রভু, আমাদের মধ্যে কোন বড় গুনী নেই। আমরা সাধারন লোক যাদের কাছে সাধারন প্রার্থনাই আছে ; কিন্তু এই প্রাতে আমরা পিতার মেষের পিছনে আসছি। সেই স্ত্রী যে রাস্তায় অভদ্রভাবে সিগারেট পান করেছে, সে সিগারেট হতে শান্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে, সেই মানুষ যে গ্লাসের ঘ্রান নিয়েছে আর সেটাকে পিছনে ছাড়ার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শত্রু তাঁকে শক্ত করে ধরে রেখেছে ; সেই ছেলে অথবা মেয়ে যে যেটা ঠিক সেটা করবার চেষ্টা করেছে, তাঁরা এতটা শক্তি জুটাতে পারছে না যে সেই মন্দ ব্যাপারগুলোকে ছেড়ে দেয় ; আমরা এই প্রাতে প্রভু যীশুর নামে আসি, আর সেই মেষের দাবি জানাই, আমরা শত্রুকে আহ্বান (defy) জানাই; কারন এটা সাধারন ফিঙ্গা অথবা এটা প্রার্থনা, এক সাধারন জিনিষ, কিন্তু আমরা পিতার খোয়ারে সেই এক ব্যাক্তিকে ফিরিয়ে আনার জন্য এসেছি, যেন আমরা সেই বিষয়ের হিসাব দিতে পারি যা আমাদের হাতে অর্পন করা হয়েছে। হতে দিন যেন ঈশ্বরের শক্তি লোকেদের হৃদয়ের গভীরে গিয়ে বিশ্বাসকে আঘাত করে, আর হতে দিন যেন হারিয়ে যাওয়া প্রান এই প্রাতে ফিরে আসে। হতে দিন যে এই জীবনের প্রলোভন তাদেরকে ছেড়ে দেয়, তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। আর হতে দিন যেন তাঁরা নিজেদেরকে সুরক্ষিত ভাবে প্রভুর স্কন্ধে পায়, যেন তাদেরকে সুরক্ষিতভাবে ফিরিয়ে আনা হয়। আমরা এটা যীশুর নামে চাই, আমেন।

৭৮. ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আশির্বাদযুক্ত করুন। যতক্ষন না কালকে আমি আপনাদেরকে আবার দেখি, আমি এই সভা ভাই শাকারিয়ানের কাছে সপে দিচ্ছি। (টেপে শুন্যস্থান — সম্পা)(ভাই ব্রানহাম তৃতীয় প্রসারন শেষ করলেন-সম্পা)

★★★★★★★

৭৯. আমি – আমি আশা করছি যে আপনারা ..... যে আমি আপনাদের এবং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনেক অনুগ্রহ পেয়েছি, এটা বিশ্বাস করবার জন্য যে এখানে দাড়িয়ে আপনাদের কিছু এরকম ব্যাপার বলি যা ভুল ছিল। আমি অন্যদিন আমার ছাপ্পান্নতম জন্মদিন অতিক্রম করেছি। এটা কেবল এক বৃদ্ধ লোকের সুসমাচার নয়। আমি এটা তখন থেকে বিশ্বাস করি যখন আমি এক ছোট বালক ছিলাম। আর যদি এটা সত্য না হয়, তবে এই পৃথিবীতে আমি ঈশ্বরের জন্য সবচেয়ে মূর্খ ব্যাক্তি হব। আমি এই কারনের জন্য আমার সম্পূর্ন জীবন দিয়েছি আর এরকম হোক যে আমি এটা সততার সাথে বলি যদি আমার কাছে দশ হাজার জীবনও থাকতো, তবুও আমি আমার নিজের মত পরিবর্তন করতাম না।

৮০. এখন, আরোগ্যকরন প্রত্যেক ব্যাক্তির আয়ত্বেই আছে। মনে রাখবেন, আরোগ্যকরন (healing) আপনার মধ্যেই আছে। যখন ঈশ্বর ন্যাসপাতি গাছকে এদেন উদ্যানে লাগালেন, তখন ঈশ্বর ন্যাসপাতি গাছে প্রত্যেক সেই ন্যাসপাতিকে রাখলেন যা তাঁর মধ্যে কখনও উৎপন্ন হতো। দেখুন, আপনি কেবল ..... ন্যাসপাতি গাছ অথবা আপেল গাছ অথবা কোন ফলের গাছ পৃথিবী হতে জল পান করেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখন আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শক্তি আছে, যা আপনাদের উদ্ধার করতে পারে, কারন এটা তো ঈশ্বর, যখন আপনারা বপ্তিস্মের দ্বারা (জলের বাপ্তিস্ম দ্বারা নয়), আত্মিক বাপ্তিস্ম দ্বারা, খ্রীষ্টে রোপিত হয়েছেন। আপনারা খ্রীষ্টে জলের বাপ্তিস্ম দ্বারা আসেন না। আত্মিক বাপ্তিস্ম দ্বারা আসেন।

৮১. আগামীকাল বিকালবেলা, যদি ঈশ্বর চান, আমি সেই বিষয়ের উপর বলবো যে সেই ব্যাপারটি কিভাবে হয় আর সেই ব্যাপারটির উপযোগিতা কি। এটা বিকালবেলা হবে, অতএব এটা আপনাদের কোন সভায় বাধা দেবেনা।

৮২. এখন দেখুন, আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকে এখানে বিশ্বাসীদের ন্যায় দাড়িয়ে আছেন, তখন সেই জীবন যা খ্রীষ্টে ছিল তা আপনার মধ্যে আছে। যদি আপনারা দেখতে পারেন, তাহলে এটা হতে পারে।

৮৩. এটা শয়তানের কাজ যে আপনাকে এ বিষয়ে বাধা দিয়ে রাখে, আপনাকে অন্ধ করে রাখে। সে আপনাকে অন্ধ করে রেখে দেবে, বুঝলেন, তখন আপনি জানেন না যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন। একজন ব্যাক্তি যিনি অন্ধ, তিনি বলতে পারেন না, যে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। উনাকে সেই ব্যাক্তি হতে জ্ঞান লাভ করা উচিৎ, যিনি দেখতে পারেন। যতক্ষন পর্যন্ত আমরা বুঝতে না পারি, কাউকে আমাদের বলতে হবে যে সত্য কি।

৮৪. আর খ্রীষ্ট আপনার জন্য মরেছেন, আর আপনাকে জগত থেকে মুক্ত করে খ্রীষ্টে রোপন করা হয়েছে। আর প্রত্যেক সেই জিনিস যা আপনাদের প্রয়োজন, তাহা পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের দ্বারা আপনার মধ্যে উপস্থিত আছে। এটা কি ঠিক কথা নয় ? এখন কেবল একটাই ব্যাপার আপনার করনীয় আছে যে সেটা হতে পান করতে শুরু করুন।

৮৫. আর যে ভাবে গাছেরা পান করে, সে প্রতি বছর পাতা, কুঁড়ি এবং ফলকে চাপ দিতে শুরু করে। ফল মাটিতে থাকে না ; ফল উদ্ভিদের মধ্যে থাকে। কতজন এটা বুঝতে পারেন "আমেন" বলুন। [মন্ডলী বললো, "আমেন" সম্পা ..... ।]

তাহলে দেখুন ফল উদ্ভিদে থাকে এবং প্রত্যেক উদ্ভিদকে স্রোত থেকে পান করতে হয়। যেমন বৃষ্টি নেমে আসে এবং উদ্ভিদ তাহা হতে পান করে জীবন প্রাপ্ত হয়। আর যেমনি উদ্ভিদ তাহা হতে পান করে, সে বাড়তে থাকে।

৮৬. আর তা বাড়তে থাকে যতক্ষন না সে এক সম্পুর্ন কুঁড়ি পর্যন্ত পৌছে যায়, ঠিক মন্ডলীর মতো, যেমন এই যুগে তাঁকে ফুটতে হতো।

৮৭. আর যেমন আমরা পান করি, আমরা বাড়তে থাকি। যদি উদ্ভিদ পান করতে অস্বীকার করে তবে সেই উদ্ভিদ বাড়তে পারে না। আর যদি আপনারা ব্যাক্তিগত ভাবে ইহা এখন বিশ্বাস করেন।

৮৮. কেননা আপনারা জানেন যে, কিভাবে ঈশ্বর সভার মধ্যে বিভিন্ন বিষয় প্রদর্শিত করেন যে, আপনি কি করেছেন এবং আপনার কি করা উচিৎ ছিল আর এরকমই বিভিন্ন বিষয়।

যখন আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা এটা আশা করছিলাম যে পবিত্র আত্মা এই সকালে নেমে আসবেন এবং সে সমস্ত বিষয় করবেন। কিন্তু আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম।

৮৯. আমি মনে করি যে, এটি আমাদের স্নায়ুর দুর্বলতারই একটি অংশ এটা ভেবে যে, নীচে যারা আছেন তারা চাচ্ছেন যে, আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসি, দেখলেন। কিন্তু তারা আমাদেরকে চাচ্ছেন, এখন আমাদের দেরি হয়ে গেছে।

৯০. কিন্তু আপনারা পূর্ন হৃদয়ের সহিত এটা বিশ্বাস করুন। অনুগ্রহ করে এরকমই করুন। যদি আমি-যদি আমি, আপনাদের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হই একজন সৎ ব্যাক্তি হিসাবে, তাহলে এটা বিশ্বাস করুন। এখন আপনারা পরস্পর পরস্পরের উপরে হাত রাখুন।

৯১. এখন দেখুন, এখন বাইবেল একথা বলেনি,"এই চিন্হ গুলো শুধু উইলিয়াম ব্রানহামকে অনুসরন করবে।" এরূপ বলেনি, "এটা কেবল ওরাল রবার্টকেই অনুসরন করবে।" এরূপ বলেনি "এটা ভাই কপ্‌কেই অনুসরন করবে" অথবা অন্য কাউকে।

৯২. "তাহারা", বহুবচন,"যাহারা বিশ্বাস করে তাহাদের মধ্যে এই চিন্হগুলি পাওয়া যাবে। যদি তাহারা পীড়িতদের উপর হাত রাখে তবে তাহারা সুস্থ হয়ে যাবে।" এটা ঈশ্বরের সেই শক্তি যা আপনার ভেতরে আছে। যা সেই ব্যাক্তিকে জীবন দেয় যার উপর আপনি হাত রেখেছেন, যা পবিত্র আত্মার জীবনদায়ক মাধ্যম।

৯৩. প্রিয় ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের নামে এই চুড়ান্ত সময়ে যখন মন্ডলী

..... হতে দিন যেন, তারা এই মুহূর্তে স্নায়ু দুর্বলতা বিহীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে যায় আর হতে দিন যে সেই শক্তি যা খ্রীষ্টকে কবর হতে জীবন্ত করে তুললো, তা সুসমাচারের সত্যতা পর্যন্ত তাদেরকে জীবন্ত করে দেয়, যা যীশুর অর্পিত কার্যভার, যে যদি তারা "রোগীদের উপর হাত রাখে তবে তারা সুস্থ হয়ে যাবে।" হতে দিন যেন শয়তানের প্রত্যেকটি শক্তি, প্রত্যেকটি রোগ, প্রত্যেকটি সমস্যা, প্রত্যেক সেই ব্যাপার যা লোকেদেরকে বিরক্ত করে, সেগুলো বিশ্বাসের দ্বারা এখনই তাদেরকে ছেড়ে চলে যায়। বিশ্বাসী লোকেদের ন্যায় আমরা এটা যীশু খ্রীষ্টের নামে চাই। আমেন।

৯৪. যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে তিনিই এটা করেন তাহলে আপনি হাত উত্তোলন করুন আর তাঁর স্তুতি করুন।

৯৫. প্রিয় ঈশ্বর, যতক্ষন পর্যন্ত এটা না করা হয়, এই শিশুটির মৃত্যু হয়ে যাবে, আমি এই বন্ধনকে যীশু খ্রীষ্টের নামে ধমক দেই। হতে দিন যেন সে এই নিরঅপরাধ বাচ্চাটিকে ছেড়ে চলে যায়। আমেন।

এখন, চিকিৎসকেরা চেষ্টা করেছিলো আর তাঁরা অসফল হয়ে গিয়েছিলো। কেবল বিশ্বাস করুন।

ONE IN A MILLION

দশ লক্ষের মধ্যে এক

65 - 0424 Vol. 18 - 1

ভাই ব্রানহাম দ্বারা এই সুসমাচার ২৪ এপ্রিল ১৯৬৫ শনিবার প্রাতকালে ফুল গস্‌পেল্ ব্যাবসায়ীদের প্রাতরাশের সময় ক্লিফ্‌টন ক্যাফেটেরিয়া লস্ এন্জেলেস ক্যালিফোর্নিয়া, সংযুক্ত রাজ্য আমেরিকাতে প্রচারিত হয়েছিলো। চুম্বকীয় টেপ রেকর্ডিং থেকে ছাপানো কাগজে ঠিক ঠিক মৌখিক সুসমাচারকে প্রকাশ করবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হয়েছে। আর কোন কিছু বাদ না দিয়ে এই সুসমাচার ছাপানো হয়েছে আর VOICE OF GOD RECORDINGS এর দ্বারা বিনা মূল্যে বিতরন করা হয়।

এই বইটি বিশ্বাসীগন কর্তৃক স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে ছেপে বিতরন করা হয়।

২০০৩ - এ ছাপা হয়েছে

C 2001 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.

VOICE OF GOD RECORDINGS

India Office

28,Shenoy Road, Nungambakkam, Chennai 600 034 S. India

Phone : 044 - 28274560 ☐ Fax : 044 - 28256970

সত্বাধিকার বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার বিস্তার করার সাধনী হিসেবে এই বই বাড়িতে মুদ্রিত করা যেতে পারে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা বিনামূল্যে বাইরে বিতরণ করার জন্য। এই পুস্তক ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংস®এর লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, প্রচুর মাত্রায় অনুলিপি করা, ওয়েবসাইট এ প্রদর্শন করা, সংরক্ষণ করা যায় এমন প্রণালীতে, অন্য ভাষাগুলিতে অনুবাদ করা, তহবিল এর জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে না।

দয়া করে, আরও তথ্যের জন্য বা অন্যান্য উপলব্ধ উপাদানের জন্য যোগাযোগ করুন:

ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংস
পোঃ বক্স ৯৫০, জেফারসনভিল্লে,ইন্ডিয়ানা ৪৭১৩১, ইউ.এস.এ.

www.branham.org